তারিখ 10 JAN 2017
১ ৪

পাঠ্যপুস্তকে ভুল

এনসিটিবির দুই কর্মকর্তা ওএসডি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশব্যাপী চরম সমালোচনার মুখে নতুন পাঠ্যপুস্তকে ভুল, তথ্য-বিভ্রাটের ঘটনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) দুই কর্মকর্তাকে ওএসডি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে ভুল-ত্রুটি নির্ণয় ও দায়ীদের চিহ্নিত করতে অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে সংস্থার প্রধান সম্পাদক প্রফেসর প্রীতিশ কুমার সরকার এবং ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খানকে গতকাল ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে ভুল-ত্রুটির ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে এই দুই কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে জানিয়েছেন।

এদিকে নতুন পাঠ্যবইয়ের ভুল-ত্রুটি, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়-ছবি জুড়ে দেয়া, হিন্দু লেখকদের লেখা বাদ দেয়া এবং পাঠ্যসূচিতে একটি বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য দেয়াসহ নানা বিষয় নিয়ে আজ সকালে সংবাদ সম্মেলনে আসছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এনসিটিবির দুই কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়।

এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এই সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের পাঠ্যবই ছাপানো হয়। এ বছর প্রথম দিন চার কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ২০১ জন শিক্ষার্থীর হাতে মোট ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ

পাঠ্যপুস্তকে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পাঠ্যপুস্তকে : ভুল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিতরণ করে সরকার। শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই যাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি ধরে সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে সমালোচনা হচ্ছে। বানান ভুলের খতিয়ান তুলে ধরে অনেকে প্রশ্ন রেখেছেন- শিশুদের পাঠ্যবইয়ে এসব কী শেখানো হচ্ছে? এই প্রেক্ষাপটে পাঠ্যবইয়ের ভুল-ত্রুটি পর্যালোচনায় একটি কমিটি করেছে এনসিটিবি। এছাড়া কারিকুলাম পর্যালোচনায় পৃথক দুটি কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২০১৭ সালের শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় শ্রেণীর 'হিন্দু শিক্ষা' বইয়ের পেছনে লেখা হয়েছে দউড় হড়ঃ ঐবধৎঃ অহুনড়ফুদ. এটা আসলে হবে দউড় হড়ঃ ঐঁৎঃ অহুনড়ফুদ বা কারো ক্ষতি করো না।

এ বিষয়ে এনসিটিবি'র একজন কর্মকর্তা গতকাল সংবাদকে বলেন, 'যবধৎঃ বানানটি ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের বইয়েও ভুল ছাপানো হয়। ২০১৬ সালের বইয়ে এই বানানটি সংশোধন করে ছাপা হয়। কিন্তু এবার ওই কভার পেজে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংযোজন করতে গিয়ে আগের বছরের ভুল বানানটিই ছাপানো হয়।'

প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইতে 'ও' বর্ণ দিয়ে 'ওড়না' শেখানো নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাবিদরা বলছেন, 'ওড়না' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি জেন্ডার বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে এবং পাঁচ বছরের শিশুদের কৌশলে ধর্মীয় কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী এ শব্দটি প্রয়োগ করা ঠিক হয়নি। প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে 'অ' দিয়ে বাক্য বানাতে একটি ছাগলের ছবি দিয়ে লেখা হয়েছে 'অজ (ছাগল) আসে।' 'আ' এর ক্ষেত্রে 'আম' শব্দ বানিয়ে লেখা হয়েছে 'আম খাই'। এই 'আম খাই' বোঝাতে একটি আম গাছের নিচের অংশে দুই পা তুলে একটি ছাগলের দাঁড়িয়ে থাকার ছবি দেয়া হয়েছে। ছাগল আম খাই বা আম গাছের ছবিটি এই অপ্রাসঙ্গিকভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

অপ্রচলিত শব্দ 'অজ' ব্যবহার ও আম খাওয়া বোঝাতে ছাগলের ছবি নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বইয়ে 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি ইচ্ছেকৃতভাবে বিকৃত করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ গতকাল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধীনে প্রকাশিত ২০১৭ সালের পাঠ্যপুস্তকে ভুলত্রুটি নির্ণয় ও এসব ভুলত্রুটির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে যথাযথ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রুহী রহমানকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির অন্য সদস্য দুজন হলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব মাহমুদুল ইসলাম এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াছ হোসেন। এ কমিটি আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে।